এই প্রকল্প তথ্যপত্রটি ২৯ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রণীত ইংরেজী সংস্করণ থেকে অনূদিত

প্রকল্প তথ্যপত্র

প্রকল্প তথ্যপত্রে (পিডিএস) প্রকল্প বা কর্মসূচির তথ্যের সারসংক্ষেপ থাকে: পিডিএস একটি চলমান কার্যক্রম হওয়ায় এর প্রাথমিক সংস্করণে কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্ত নাও থাকতে পারে। তবে সেগুলো পাওয়া মাত্রই যুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সম্ভাব্য ও নির্দেশনামূলক হয়ে থাকে।

পিডিএস তৈরির তারিখ	–
পিডিএস হালনাগাদ যে পর্যন্ত	২৪ জুলাই ২০১৪
প্রকল্পের নাম	উপকূলী শহরাঞ্চলে পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প
দেশ	বাংলাদেশ
প্রকল্প/কর্মসূচি নম্বর	৪৪২১২-০১৩ (44212-013)
অবস্থা	অনুমোদিত
ভৌগোলিক অবস্থান	–

এই নথিপত্রে কোনো দেশের কর্মসূচি বা কৌশল তৈরি করা, কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন, অথবা নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বা ভৌগোলিক এলাকার উদাহরণ প্রদান বা সংজ্ঞায়নের সময়,ওই অঞ্চল বা এলাকার আইনী বা অন্য কোনো ধরনের মূল্যায়ন করা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়।

খাত এবং/অথবা উপখাত শ্রেণি বিভাজন	পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য পৌর অবকাঠামো এবং পরিসেবাসমূহ/ পানি ও অন্যান্য নাগরিক অবকাঠামো এবং পরিসেবা
বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন	–
জেন্ডার মূলধারাকরণ শ্রেণিবিভাজন	বিষয় হিসাবে জেন্ডার সমতা

■ অর্থায়ন

সহায়তার ধরন/ক্রিয়াপদ্ধতি	অনুমোদন নম্বর	অর্থায়নের উৎস	অনুমোদনকৃত অর্থের পরিমাণ (হাজারে)
ঋণ	৩১৩৩	এশীয় উন্নয়ন তহবিল	৫২,০০০
ঋণ	৮২৮৪	স্ট্র্যাটেজিক ক্লাইমেট ফান্ড	৩০,০০০
অনুদান	০৩৯৫	স্যানিটেশন ফিন্যান্সিং পার্টনারশিপ ফান্ড (ওয়াটার ফিন্যান্সিং পার্টনারশিপ ফ্যাসিলিটি বা (WFPF)	১,৬০০
অনুদান	০৩৯৪	স্ট্র্যাটেজিক ক্লাইমেট ফান্ড	১০,৪০০
		সহযোগীর অর্থায়ন	২৩,১০০
মোট			**মার্কিন ডলার ১১৭,১০০**

■ সুরক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ

সুরক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

পরিবেশগত	খ
অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন	খ
আদিবাসী জনগোষ্ঠী	গ

■ পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুসমূহের সারসংক্ষেপ

পরিবেশগত দিকসমূহ
পরিবেশগত বিশেষ কোন প্রভাব নেই। IEEs ও EARF প্রস্তুত করা হয়েছে।

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন
পরিবেশগত বিশেষ কোন প্রভাব নেই। RPs ও RF প্রস্তুত করা হয়েছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী
কোন প্রভাব অনুমিত হয়নি।

■ অংশীদারগণের যোগাযোগ, অংশগ্রহণ ও আলোচনা

প্রকল্প নকশাকালীন
একটি পরামর্শ গ্রহণ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন
একটি পরামর্শ গ্রহণ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

■ বর্ণনা

এই প্রকল্প বাংলাদেশের উপকূলীয় আটটি ঝুঁকিপূর্ণ পৌরসভায় (ছোট শহর) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার সক্ষমতা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার করবে। এ প্রকল্পে নগর উন্নয়নের একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আওতায় যে সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে সেগুলো হলো: (ক) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম পৌর অবকাঠামো নির্মাণ, (খ) জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে উন্নত নগর পরিকল্পনা ও সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, স্থানীয় শাসন ও জনসচেতনতা জোরদারকরণ। অবকাঠামোগত মূল বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে (ক) নিষ্কাশন নালা, (খ) পানি সরবরাহ, (গ) পয়ঃনিষ্কাশন, (ঘ) ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, এবং (ঙ) অন্যান্য পৌর অবকাঠামো জরুরী রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ, শক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বাস টার্মিনাল, বস্তি উন্নয়ন, নৌকা ঘাট এবং বাজার। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র ও নারীরা সুফল পাবে।

■ প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও দেশ/আঞ্চলিক কৌশলের সঙ্গে এর সম্পর্ক

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার সক্ষমতা বিষয়ক পরীক্ষামূলক কর্মসূচির আওতায় সরকারের কর্মকৌশলে (২০১০) এই প্রকল্প অগ্রাধিকার পেয়েছে। এর আওতায় উপকূলীয় পৌরসভা এলাকাসমূহে (জনসংখ্যা ১৫,০০০ থেকে ৬০,০০০) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার সক্ষমতা বিষয়টিকে সমন্বিত করে নগর উন্নয়নের নতুন পন্থা প্রদর্শিত হবে। সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১১-২০১৫-তে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনসাধারণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামো ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ কান্ট্রি পার্টনারশিপ স্ট্র্যাটেজির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কর্মকৌশলে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মানিয়ে নিতে সহায়তা দেবার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম নগর নির্মাণ উৎসাহিত করে গৃহীত এডিবি'র আর্বান অপারেশনাল প্ল্যান-এর সাথেও প্রকল্পটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন একটি জরুরী উন্নয়ন সমস্যা। দেশের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলসমূহ (১৯টি জেলা মিলিয়ে হিসাব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ৮১ লক্ষ যার মধ্যে নগরবাসী জনসংখ্যা ৮৬ লক্ষ) ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও ৪% বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির (সাধারণ সঞ্চলন মডেল থেকে বাংলাদেশের জন্য অনুমিত গড় মাত্রা) সম্ভাব্য ফলাফল হিসাবে ২০৫০ সালের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা ২৭ সেন্টিমিটার বা তার অধিক বৃদ্ধি পেতে পারে। উষ্ণ তাপমাত্রার কারণে আরো ঘন ঘন ও মারাত্মক ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হতে পারে যার ফলে রাস্তাঘাট ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হবে; বিদ্যমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়বে; এবং সর্বোপরি জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন হবে। দেশের কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। ২০০৭ সালে ঘুর্ণিঝড় সিডর (ক্যাটেগরি ৫-এর ঘুর্ণিঝড় যার বেগ ছিলো ঘন্টায় ২৬০ কিলোমিটার) আঘাত হানার ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১৭০ কোটি ডলার (পড় প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি'র ২.৬ শতাংশ)। দরিদ্র ও নারীরা এতে অসমঞ্জসভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা এই ক্ষতির সাথে মানিয়ে নিতে সবচেয়ে অক্ষম। নগরবাসীদের কল্যাণ বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর নগরগুলোতে তাদের অভিবাসন কমানোর লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামো এবং দুর্যোগ প্রস্তুতির উচ্চ চাহিদা রয়েছে। উপকূলীয় শহরগুলো অবকাঠামো ঘাটতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে ভুগছে যার ফলে শহরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বাড়ছে। নিষ্কাষণ নালার অভাব, ব্যাপক পলিজমা এবং শক্ত বর্জ্যজমার কারণে মারাত্মক বন্যা ও দীর্ঘায়িত জলাবদ্ধতা (বর্ষা মৌসুমে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়)। পানি সরবরাহের অসুবিধাগুলো হলো (ক) পাইপে সরবরাহকৃত পানি পাবার সুবিধার ঘাটতি, (খ) অগভীর ও মধ্য পর্যায়ের শীলাস্তরে লবণাক্ততার দূষণ, এবং (গ) মাত্রাতিরিক্তভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন। সম্ভাব্যতা জরিপে দেখা গেছে, পাইপে পানি সরবরাহহীন বাসিন্দারা বালি-ফিল্টার পদ্ধতিতে স্থানীয় পুকুরের পানি ব্যবহার করে থাকে এবং পাইপে সরবরাহ পানির তুলনায় নিম্ন মানের পানির জন্যও তাদেরকে ২-৪ গুণ বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয়। এসব এলাকায় উন্নত সেবার জন্য অর্থব্যয়ের যথেষ্ট

আগ্রহ (৫০% বা তারও বেশী মানুষের) রয়েছে। সাধারণভাবে গৃহস্থালীভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উচ্চ হারে (৯৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িতে পায়খানা রয়েছে) থাকলেও পরিকল্পিত পয়ঃব্যবস্থাপনা ও শোধন প্রক্রিয়া না থাকায় পানি প্রবাহ দূষিত হচ্ছে ও জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে, এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পরে তা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। জরুরী চলাচলের রাস্তাগুলো দুর্বল অবস্থায় রয়েছে এবং অতিরিক্ত ঘুর্ণিঝড় মোকাবেলা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেশীরভাগ ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো কাঠামোগতভাবেই অনিরাপদ। প্রধান নগর এলাকাগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহজগম্য নতুন, উচ্চ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ও বহুমুখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জরুরী চাহিদা রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিনিয়োগের প্রত্যাশিত সুফল নিশ্চিত করতে নতুন বিনিয়োগের নকশা প্রণয়ণে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলীয় শহরগুলোর উচ্চ ঝুঁকির বিষয়টি দুর্বল শাসন ও নিম্ন অভিযোজন সক্ষমতার সাথেও সম্পর্কিত। এখানে নগর পরিকল্পনার বিষয়টি এখনও সদ্যজাত পর্যায়ে এবং এর উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণগুলো কেবল তৈরী হতে শুরু করেছে। অনেক পৌরসভাতেই জনসাধারণের অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি নেই বিশেষত পৌর বাজেটে এ সংক্রান্ত কোন বরাদ্দ নেই। কর আদায়ে সক্ষমতার অভাবে (উপকূলীয় শহরগুলোতে গড়ে ৫৭ শতাংশ) হিসাব ও বিলিং পদ্ধতির কম্পিউটারকরণের অভাব এবং অনিয়মিত কর জরিপ'সহ অর্থ ব্যবস্থাপনার সেকেলে পন্থাই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার সক্ষমতা উন্নয়নে ভৌত বিনিয়োগের সমর্থনে সমন্বিত পন্থা গ্রহণের অংশ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা জরুরী হয়ে পড়েছে।

■ উন্নয়ন প্রভাব

উপকূলীয় শহরাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যোন্নয়ন

■ প্রকল্পের প্রভাব

প্রভাবের বিবরণ	উন্নয়ন প্রভাবের পথে অগ্রগতি
উপকূলীয় শহরাঞ্চলে দরিদ্র ও নারীদের সুফল প্রদানে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি	-

■ ফলাফল এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি

প্রকল্পের ফলাফলের বিবরণ	বাস্তবায়নের অগ্রগতি (ফলাফল, কর্মকাণ্ড এবং বিষয়সমূহ)
১। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম পৌর অবকাঠামো উন্নীত, ২। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, শাসন এবং নচেতনতা জোরদারকৃত, ৩। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রতিষ্ঠিত।	-
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অবস্থা	**বাস্তবিক পরিবর্তন**
-	-

■ ব্যবসায়িক সুযোগসমূহ

প্রথম তালিকাভুক্তির তারিখ –

পরামর্শক সেবাসমূহ

এডিবি'র পরামর্শক ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশাবলী (মার্চ ২০১৩, সময়ানুযায়ী সংশোধিত) অনুযায়ী সকল পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। হিসাব অনুযায়ী ১,৪১৩ ব্যক্তি-মাস পরিমান (আন্তর্জাতিক ১১০ এবং ১,৩০৩ দেশীয়) পরামর্শ সেবা আবশ্যক হবে। এখানে দু'টি প্রধান প্যাকেজ রয়েছে: (ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান বিষয়ক পরামর্শ সেবা, এবং (খ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও স্থানীয় জনসাধারণের উন্নয়নে পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত মান ও মূল্য ভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় (QCBS) ৯০:১০ অনুপাতে অথবা গুণগত মান ভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া (QBS) অনুসরণ করা হবে।

ক্রয়

সকল মালামাল ও নির্মাণকাজ এডিবি'র ক্রয় নির্দেশাবলী (মার্চ ২০১৩, সময়ানুযায়ী সংশোধিত) অনুযায়ী ক্রয় করা হবে। যেহেতু এই প্রকল্পে এডিবি পরিচালিত সহ-অর্থায়ন সম্পদ এবং ADF-এর অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে, সেহেতু এক্ষেত্রে সার্বজনীন ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।

ক্রয় ও পরামর্শক বিজ্ঞপ্তিসমূহ

http://www.adb.org/projects/44212-013/business-opportunities

■ সময়সূচি

ধারণাপত্রের ছাড়	৩১ জুলাই ২০১২
তথ্য-আহরণ	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩
ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা সভা	২৮ অক্টোবর ২০১৩
অনুমোদন	২৭ জুন ২০১৪
সর্বশেষ পর্যালোচনা উদ্যোগ	-

■ মাইলফলক

অনুমোদন নম্বর	অনুমোদন	সাক্ষর	কার্যকারিতা	সমাপ্তি		
				মৌলিক	সংশোধিত	প্রকৃত
ঋণ ৩১৩৩	২৭ জুন ২০১৪	২৯ জুন ২০১৪	-	৩১ ডিসেম্বর ২০২০	-	-
ঋণ ৮২৮৪	২৭ জুন ২০১৪	-	-	৩১ ডিসেম্বর ২০২০	-	-

■ ব্যবহার

তারিখ	অনুমোদন নম্বর	এডিবি (মার্কিন ডলার হাজারে)	অন্যান্য (মার্কিন ডলার হাজারে)	নিট শতকরা হার
সর্বমোট চুক্তি স্বাক্ষর				
২৮ জুলাই ২০১৪	ঋণ ৩১৩৩	০	০	০.০০%
২৮ জুলাই ২০১৪	ঋণ ৮২৮৪	০	০	০.০০%
সর্বমোট অর্থ ছাড়				
২৮ জুলাই ২০১৪	ঋণ ৩১৩৩	০	০	০.০০%
২৮ জুলাই ২০১৪	ঋণ ৮২৮৪	০	০	০.০০%

■ চুক্তির শর্তসমূহের অবস্থা

চুক্তির শর্তগুলোকে নিচের শ্রেণিবিভাগ অনুসারে সাজানো হয়েছে- নিরীক্ষিত হিসাবসমূহ, সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ, সামাজিক, খাত, আর্থিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য। চুক্তির শর্তপালনের মাত্রা নিম্নলিখিত শ্রেণিগুলোতে মূল্যায়ন করা হয়েছে: ক) সন্তোষজনক- এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত সকল চুক্তিএর সব শর্তপালন করেছে; যেখানে সর্বোচ্চ একটি ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য হবে,খ) আংশিক সন্তোষজনক- সর্বোচ্চ দুইটি শর্তপালনে ব্যর্থ হয়েছে এমন সব চুক্তি এই শ্রেণিতে পড়বে,গ) সন্তোষজনক নয়- যেসকল চুক্তি তিন বা তারও অধিক শর্তপালনে ব্যর্থ হবে সেগুলো এই শ্রেণিতে পড়বে। ২০১১ সালের গণযোগাযোগ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক বিবরণীর জন্য চুক্তির শর্তপালনের নির্দেশনাসমূহ শুধু সেসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেগুলোর সমঝোতা-আলোচনার আমন্ত্রণপ্রস্তাব ২০১২ সালের ২ এপ্রিলের পরে দেয়া হয়েছে।

অনুমোদন নম্বর	শ্রেণি বিভাজন						
	খাত	সামাজিক	আর্থিক	অর্থনৈতিক	অন্যান্য	সুরক্ষাব্যবস্থা	প্রকল্পের আর্থিক বিবরণী
ঋণ ৩১৩৩	–	–	–	–	–	–	–
ঋণ ৮২৮৪	–	–	–	–	–	–	–
ঋণ ০৩৯৫	–	–	–	–	–	–	–
ঋণ ০৩৯৪	–	–	–	–	–	–	–

■ যোগাযোগ ও হালনাগাদের বিবরণী

এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	রন এইচ স্ল্যাঙ্গেন (rslangen@adb.org)
এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ	দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ
এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিভিশন	আর্বান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার ডিভিশন, সার্ড (SARD)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ

■ লিঙ্কসমূহ

প্রকল্প ওয়েবসাইট	http://www.adb.org/projects/44212-013/main
প্রকল্প উপাত্তসমূহের তালিকা	http://www.adb.org/projects/44212-013/documents